দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 04 SEP 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

গ্রামের শিক্ষার্থীরা ফলে পিছিয়ে তিন কারণে

এসএসসি ও এইচএসসির ফল বিশ্লেষণ

■ নিজামুল হক

অবকাঠামো সুবিধা না থাকা, যোগ্য ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব ও সৃজনশীল পদ্ধতি বুঝতে না পারায় গ্রাম ও শহরের শিক্ষার্থীদের ফলাফলে ব্যবধান তৈরি হচ্ছে। কি পাসের হার, কি মান সব দিক থেকেই গ্রামের শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে। ভালো ফলাফল যেন শহরের জন্যই নির্ধারিত। এমনটা চলতে থাকলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় বিপর্যয় নামবে বলে মনে করছেন শিক্ষকরা।

এবার এইচএসসি পরীক্ষায় দেশের ৩৫টি কলেজ থেকে কেউই পাস করেনি। দেখা গেছে, শতভাগ ফেল করা কলেজগুলো গ্রামের। আর এসএসসিতে ৫৩টি স্কুলের সবাই ফেল করেছে, এই স্কুলগুলোও গ্রামের।

রফিকুল আমিন নামে এক শিক্ষক বলেন, ফলাফল ভালো করতে চাই মানসম্মত শিক্ষা আর এর জন্য প্রয়োজন ভালো শিক্ষক। যা রাজধানী বা বিভাগীয় শহরে রয়েছে। কিন্তু গ্রাম-মফস্বল এলাকায় গণিত, ইংরেজি ও বিজ্ঞান বিষয়গুলোতে ভালো শিক্ষকের ব্যাপক সংকট রয়েছে। তিনি মনে করেন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি সক্রিয় ও উদ্যোগী না হলে শিক্ষার মান, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা নিয়ে সংকট কাটবে না। অভিভাবকদের আর্থিক সংকট, মেয়ে শিক্ষার্থীদের বেলায় নানা সামাজিক সমস্যাও আছে। দারিদ্র্যের কারণে পুষ্টিহীনতা গ্রামে বেশি। ভালো লেখাপড়া, মেধার জন্য সুষম খাবার অপরিহার্য। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের নানাবিধ পারিবারিক কাজেও শ্রম দিতে হয়। এ কারণে গ্রামের শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ায় শতভাগ মনযোগী নয়।

এছাড়া গ্রামে শ্রেণিকক্ষ ও অবকাঠামো সমস্যা রয়েছে। শিক্ষকদের পাঠদানে রয়েছে সমস্যা। নেই দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক। শিক্ষা উপকরণও শহরের তুলনায় গ্রামে কম। গ্রামের চেয়ে শহরাঞ্চলের অভিভাবকরা সন্তানদের পড়াশোনা নিয়ে বেশি সচেতন।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ সাংবাদিকদের বলেন, এখনো বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা শহরকেন্দ্রিক রয়েছে। শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতমানের উপকরণ যুক্ত করা হচ্ছে। দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি শহরগুলোতে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হওয়ায় শিক্ষার্থীরা অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। এ কারণেই বরাবর শহরের শিক্ষার্থীরাই ভালো ফল করতে দেখা যাচ্ছে।

অন্যদিকে এখনো নানা সমস্যায় ইন্দ্রজালে ঘেরা গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থা। তারা আধুনিক শিক্ষা উপকরণ ও দক্ষ শিক্ষক পাচ্ছে না। ফলে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের অনেক অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ বৈষম্য দূরীকরণ সম্ভব না হলে গ্রাম্য শিক্ষা কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়বে। শহরের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তারা প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে পড়বে। ভালো স্থানগুলোতে তাদের সুযোগ থাকবে না।

আমিনুল ইসলাম নামে এক শিক্ষক বলেন, মফস্বলের কলেজগুলোতে দেখা যাচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, আইসিটি ও ইংরেজিতে তুলনামূলক খারাপ ফলাফল করছে। আর এসব বিষয়েই উপযুক্ত প্রশিক্ষিত, দক্ষ শিক্ষকের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে প্রায়ই বেসরকারি কলেজ হওয়ায় সেখানে সরকারি কলেজের সমান ও সমমানের শিক্ষক নেই। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, শহর ও গ্রামের বৈষম্য দূর করার জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা হচ্ছে।